

ECOHOLIC



Annual College Magazine

By

Department Of Economics

City College

Year – 2022-23

Vol. – II



ECOHOLOC

Annual E-Magazine/ Wall Magazine of Department of Economics,
City College, Kolkata

Editor Dr. Pamela Paul and Dr. Souri Maitra ©

Department of Economics

City College

102/1, Raja Rammohan Sarani Kolkata- 700 009

Second Published: June, 2023

Published by

Dr. Sital Prasad Chattopadhyay

Principal

City College

102/1, Raja Rammohan Sarani Kolkata- 700 009

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form including photocopying, digital recording or by any information storage and retrieval system without prior permission from the copyright holder. The Publisher and Editors are not responsible for the authenticity and originality of the contents expressed by the authors in their write-ups and paintings.



Just having crossed the threshold of traumatization created by the devastating pandemic, City college is now breathing properly. In Previous two consecutive years, students lost their classroom, they lost their professor and the opportunity to communicate in a thoughtful manner with the professor and other students. Eventually, students regain their spirit, essence of college life through the joyful participation in Sports, Basant Utsab, Sangrilla, Social work, Seminar etc and the college is waiting for many better and prosperous years ahead.

"Wherever there is great property, there is great inequality."

-Adam Smith (1723-1790)

"The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones"-

John Maynard Keynes

"When buying and selling are controlled by legislation, the first things to be bought and sold are legislators"- **P. J. O'Rourke**

"If all economists were laid end to end, they would still not reach a conclusion"

- **G.B. Shaw**

"The ultimate purpose of economics, of course, is to understand and promote the enhancement of well-being".-

Ben Bernanke

"The purpose of studying economics is not to acquire a set of ready-made answers to economic questions, but to learn how to avoid being deceived by economists".

- **Joan Robinson**

"The ultimate resource in economic development is people. It is people, not capital or raw materials that develop an economy".-**Peter Druck**

"The art of economics consists in looking not merely at the immediate but at the longer effects of any act or policy; it consists in tracing the consequences of that policy not merely for one group but for all groups".- **Hazlitt Henry**



Adam Smith



J. M. Keynes



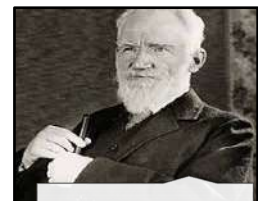
Jhon Rabinson



P. J. O'Rourke



Peter Druck



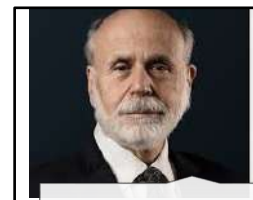
G. B. Shaw



Henry Hazlitt



Thomas Sowell



Ben Bernanke

"Economics is everywhere, and understanding economics can help you make better decisions and lead a happier life".-**Tyler Cowen**

"The first lesson of economics is scarcity: there is never enough of anything to fully satisfy all those who want it. The first lesson of politics is to disregard the first lesson of economics".-

Thomas Sowell

FROM THE PRINCIPAL'S DESK



To the Esteemed Faculty and Students of the Economics Department,

*O*n the auspicious occasion of the inaugural publication of the departmental journal, ECOHOLOGIC, II extend my sincerest congratulations.

In today's dynamic world, the ability to critically analyse and articulate well-considered ideas on socially relevant economic issues is an imperative skill for students' success.

ECOHOLOGIC serves as a commendable platform for students to cultivate and showcase these crucial talents. Through the diverse mediums of insightful essays, thought-provoking poetry, and impactful photography and artwork, ECOHOLOGIC promises to be a rich tapestry of diverse economic perspectives.

This accomplishment represents a significant milestone for the Economics Department. It empowers students to engage in deeper exploration of economic concepts, express their creative potential, and contribute to a vibrant intellectual discourse within the department. Undoubtedly, ECOHOLOGIC will have the potential to become a cherished annual tradition, fostering on-going academic exploration and intellectual engagement.

Once again, I extend my heartfelt congratulations to all involved in this remarkable achievement. I fervently wish you continued success with ECOHOLOGIC in the years to come.

Dr. Sital Prasad Chattopadhyay
Principal
City College, Kolkata

Editorial Desk

It is indeed a proud moment for the Department of Economics to publish the second edition of the annual magazine - 'ECOHOLIC'. This magazine provides a glimpse of the latent talent, unspoken ideas, and achievements of the students of this department. 'ECOHOLIC' is the output of tireless effort of faculty members and students of Economics department and one of the biggest treasures of City College illuminated by lot of genius students who have not been recognized with their abilities but the Economics department through this magazine has given them platform to recognize their capability. I am delighted to be the part of their wonderful effort to publish this magazine. I wish the team to publish the next issues more successfully.



Dr. Souri Maitra
Faculty member



I am overwhelmed to express that despite the tribulations from the past few years, our department is capable to present the magazine 'ECOHOLIC'-volume-II which is the result of extraordinary performance of our faculty members as well as our beloved students. I congratulate the students who presented their ideas using a variety of mediums. I hope they will stay behind us in this way in future so that we can present our next issues very smoothly.

Dr. Pamela Paul
Faculty Member

Words of Encouragement



I am immensely delighted to announce that the Department of Economics is publishing the 2nd edition of the departmental magazine - 'ECO-HOLIC'. As a teacher, being witnessed of our students' well performance in each and every aspect of their college life or beyond their college periphery is a blessing or a big achievement for an educator to earn the success in becoming the pathfinder for our students to reach their goals and in serving the true guidance so that they can wear the majestic crown of being the useful members of our society. Through the means of this magazine, we successfully provide the students a platform to express their ideas, thoughts, and knowledge on different issues that further motivates the students to develop their skills and show off their talents in various fields. I would like to congratulate the editorial team for putting in their commendable efforts. As a team, a commendable bonding among the teachers and students throughout the remarkable journey in the session 2022-23 after overcoming all odds during pandemic, helps to materialize this magazine. We hope you enjoy reading this piece of art and also, add value to your life by learning something.

Prof. Sandipan Das
Head of the Department

CONTENTS

Articles & Poetry

Funny Economics

A life today

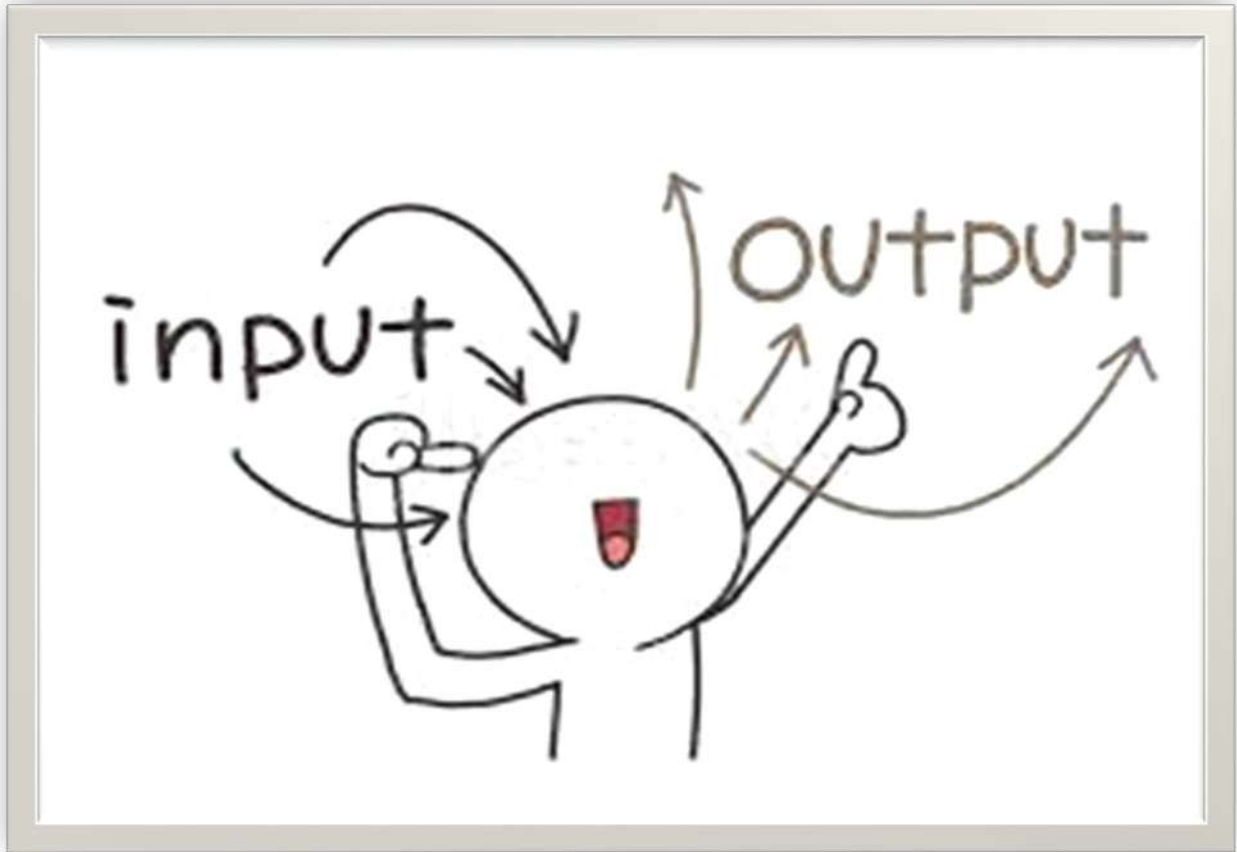
Motivational talk

Beyond Classroom

Departmental work

Celebrations Galore

Brain-O-Meter



ECOHOLIC'S

INPUT &

OUTPUT

করোনায় পারিবারিক হিংসার অতিমারী

শাশ্বতী ঘোষ

অধ্যাপিকা



করোনার সময়ে মানুষ যে শুধু জীবনজীবিকার হানির মুখে পড়েছেন তা নয়, ঘরে থাকতে হয়েছে বলে

হিংসা

বেড়েছে,

দারিদ্র্য

বেড়েছে,

হতাশা আর

অনিশ্চয়তা

আকাশ

ছুঁয়েছে,

বেড়েছে পারিবারিক হিংসার ঘটনা। তাই শুধু ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই নয়, ঘরে যখন থাকতেই হবে, কি করে ঘরটাকে আরও নিরাপদ আরবাসজগ্য করে তোলা যায়, সেটা খোঁজাটাও একটা লড়াই।

বিহারের এক পরিবার, মা বাবা দুজনেই দিনমজুর। একজন এই মুহূর্তে পাঞ্জাবে আটক নিভৃতবাসে আর মা এসেছিলেন আলু তুলতে, এই পশ্চিমবঙ্গে। তিনিও আটক। বড়ো মেয়ের কাছে ছিল বাকি দুই ছোট ছোট মেয়ে। ওনারা জানতেন বড়ো মেয়েটির শরীর ভালো নয়। তবুও দিন চালানোর আর তো কোনো উপায় ছিল না ওই দুজন মানুষের কাছে। খবর এলো সেই বড়ো মেয়েটি মারা গিয়েছে। ছোট দুই মেয়ের কাছে কি করে পৌঁছবেন এই মা?

সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ নাকি এই মাকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে। এই মাকে, এই বাবাকে, এই পরিবারকে যে অনিশ্চয়তা আর অবসাদের খাদের ধরে

পৌঁছে দিয়েছে এই ভাইরাস আর তাকে আটকানোর কৌশল এই লকডাউন, তার কি কোনো বিকল্প ছিল?

জাতীয় নারী কমিশনের সভানেত্রী রেখা শর্মা জানালেন তাঁর নিজস্ব মেল আইডিতে নৈনিতাল থেকে এক

মহিলা জানালেন যে স্বামীর হাতে প্রহৃত হলেও লকডাউনের জন্য আটকে রয়েছেন কারণ দিল্লিতে বাপের বাড়ি চলে আসার সব পথ বন্ধ।

গার্ডিয়ান পত্রিকা প্রথম খবর করলো যে লকডাউন শুরু হবার পর থেকে ব্রিটেনে গার্হস্থ্য হিংসায় হস্তক্ষেপ চেয়ে হেল্পলাইনগুলিতে ফোনের সংখ্যা ২৫% বেড়েছে। আর এইধরনের সংগঠনের ওয়েবসাইট

ভিজিট বেড়েছে গত ফেব্রুয়ারির তুলনায় ১৫০%।

এমনকি শিশুরাও নিরাপদ নয়। বিশেষত ব্রিটেনে আশঙ্কা যে ইস্টারের ছুটি শুরু হলে সব বাচ্চাই বাধ্য হবে বাড়িতে থাকতে, কোনো অসুবিধে কথা জানানোর আর কোনো জায়গা থাকবে না। ভারতেও লকডাউন শুরু হওয়ার এগারো দিনের মধ্যের হিসেব -- মার্চ ২০-৩১, ২০২০, বলছে চাইল্ডলাইন ইন্ডিয়ান হেল্পলাইনে ৯২,০০০ -- না ছাপার ভুল নেই, -- সহায়তা চেয়ে ফোন এসেছে।

দেশেবিদেশে কোথাওই শিশু বা পারিবারিক হিংসায় সুরক্ষা দেওয়ার কাজটা “প্রয়োজনীয় পরিষেবা”; বলে চিহ্নিত করা হয়নি। তাই সেই

পরিষেবা দিচ্ছেন এমন মানুষজন “প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদানকারীদের” মতো স্বীকৃতি বা সুযোগসুবিধে, কিছুই পাচ্ছেননা।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমের লিঙ্গনির্গম আইনের ৮, ৯(৮), ১৮এ (৬) ধারা সাসপেন্ড করেছে। এই ধারাগুলি মেনে আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনিকগুলির পুনর্নবীকরণ, সমস্ত পরীক্ষা, প্রক্রিয়ার ত্রৈমাসিক রিপোর্ট দিতে হতো, তা আপাতত দিতে হবে না। তাহলে কি এই সুযোগে যথেষ্ট ক্রমের লিঙ্গনির্গম ও হত্যা শুরু হবে?

করোনায মেয়েরা আরোই বিপদে দেশ জুড়ে শুধু নয়, এখন তো বিশ্ব জুড়েই চলছে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। অনেকে বলবেন প্রতিটি জরুরি অবস্থাতেই যা হয়, তার কিছু কোল্যাটেরাল ডায়ামেজ থাকে, বলে এধরনের হিংসার ঘটনাকে ছোট করে দেখতে বলবেন -- “লোকে মরছে, কাজ নেই, হাতে কোনো টাকাপয়সা নেই, পুরুষমানুষদের সারাদিন ঘরে থাকতে হচ্ছে, তার মধ্যে এরকম দুয়েকটা ঘটনা ঘটতেই পারে, তা নিয়ে এত বাড়াবাড়ির কি আছে?” অর্থাৎ এধরনের ঘটনার পক্ষে একধরনের যুক্তিজাল সাজানো শুরু হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ ছেড়ে দিন, সুরক্ষা যাদের দেওয়ার কথা, সেই পুলিশ থেকে বিচারব্যবস্থা মনে করে যে পুরুষমানুষ খেতে-পরতে দিলে অমনি “একটুআধটু” মারধর করতেই পারে। শাসন পুরুষের অধিকার, যে কিনা পরিবারের কর্তা, তার অংশ হিসাবে দমন এতোটাই স্বতঃসিদ্ধ যে পুরুষ পৌরুষের অংশ হিসাবেই দমন করতে শিখেছে, শিখেছে দমন না করলে সে পছন্দের নারীকে পাবেনা, যথেষ্ট টাকাপয়সার মালিক হতে পারবেনা, অন্য পুরুষ এবং এমনকি মেয়েরাও তাকেই দমন করবে, সে তো

চারপাশের মানুষদের, বিশেষত তার স্ত্রী আর সন্তানদের দমন করবেই নাহলে সে পরিবারের কর্তা বলে প্রতিষ্ঠা পাবে কি করে? যে দিনমজুর আজ কাজ নেই বলে বৌকে মারছেন, তিনি কাজ থাকলেও মদ খেয়ে নিয়মিত বৌকে পেটাতেন; যে ব্যবসায়ী দোকান বন্ধ, উপার্জন নেই, কর্মচারীদের মাইনে দেবেন কি করে, দোকান ভাড়া দেবেন কি করে বলে সফটওয়্যারে কাজ করা, এই মুহূর্তে ঘর থেকে কাজ করা স্ত্রীর গায়ে হাত তুলছেন, তিনি ব্যবসা চালু থাকলেও স্ত্রীর কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন, টিকাটিপ্পনী কাটতেন। করোনা তাদের দমনের স্বভাবকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, অন্য যেকোনো জরুরি অবস্থা, বন্যা, খরা, যুদ্ধতেও তারা দমনের পরিস্থিতি বানিয়ে নিতো।

হিংসা থেকে বাঁচতে একইভাবে যে মেয়ে পারিবারিক হিংসায় ভয় পেতে পেতে, কোণঠাসা হতে হতে বিশ্বাস করে চারদিকের ব্যবস্থাটা তার বিরুদ্ধে, কেউ কোনো অবস্থাতেই তাকে সুরক্ষা দিতে পারবেনা, সে মেয়ে তো কোনোদিন মুখ খুলবেনই না, মানিয়ে নিয়ে যাবেন সারাটা সময় ধরে। তিনি পুলিশকে বলতে ভয় পাবেন, সে পুলিশ কি তাঁকে বিশ্বাস করবে? স্বামী বা সঙ্গী যদি জানতে পারে, তাহলে কি সে আরো হিংস্র হয়ে উঠবে? যদি বাচ্চাকে নিয়ে নেয়? যদি বাচ্চার হেফযত নিয়ে মামলা হয় আর রায় তাঁর বিরুদ্ধে যায়? এই ব্যবস্থাকে কি বিশ্বাস করা যায়? সইতে সইতে হিংসার শিকার সেই মেয়ে যেন এক “স্বৈচ্ছাদাসী & quot; হয়ে ওঠেন, -- নিজের মতো করে কিছু করতেই ভয় পান, সবসময় ভয়, ঠিক না করলেই তো অপমান টটকিরি, আর অবস্থা আরো খারাপ হলে সরাসরি মারধর। ঘুম আসেনা। সবসময় ভয় -- এই বুঝি কিছু ভুলচুক হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে জুটবে ক্ষেত্রবিশেষে অপমান-টটকিরি থেকে মারধর। করোনা, ঘরবন্দি, লকডাউন এইসব আরো মেয়েদের

এক করে দিয়েছে। তাই বিদেশে পারিবারিক হিংসার হেল্পলাইনরা দেখছে মেয়েরা এখন সমস্যা নিয়ে ফোন করছেন কম, মেল বা মেসেজ করছেন অনেক বেশি, কারণ তা হলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। অত্যাচারী পাশের ঘরে থাকলে মেয়েরা সমস্যা জানাতেও ভয় পান, যদি সে শুনে ফেলে? দিল্লিতে পারিবারিক হিংসায় সহায়তা দেওয়া সংস্থা “জাগেরী & quote; জানিয়েছে লকডাউন শুরু হবার পর থেকে তাদের হেল্পলাইন ফোন আসার সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে, যা রীতিমতো অস্বাভাবিক বলেই তাদের মত। একমাত্র সম্ভাব্য কারণ মেয়েরা ফোন করতে কোনো সুযোগ পাচ্ছেননা। যে মেয়েরা আগেও সমস্যা নিয়ে সহায়তা চাইতে ভয় পেয়েছেন কারণ তাঁদের গোপনীয়তা বজায় থাকবে কিনা তাঁদের আশঙ্কা অনেকটা সত্যি তো বটেই। সত্যিই এই ব্যবস্থাকে কতোটা বিশ্বাস করা যায়? আমাদের জাতীয় মহিলা কমিশনের ওয়েবসাইটেও দেখা গেছে লকডাউনের পর পুলিশ অভিযোগ নিচ্ছেনা বলে জানানো অভিযোগের সংখ্যাও এর মধ্যে অনেকটাই বেড়েছে। পুলিশ ব্যস্ত লকডাউন রূপায়ণ করতে আর তা বজায় রাখতে। তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু পারিবারিক হিংসা যেখানে এতটাই বাস্তব যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (এখন যতোই প্রশ্নের মুখে হোক না কেন) বলেছে প্রতি তিনজন মেয়েতে একজন স্বামী বা সঙ্গীর হাতে হিংসার শিকার হয়েছেন, এবং বিষয়টা আর ব্যক্তি পরিসরের বিষয় নয়, তার প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ ক্ষয়ক্ষতি অর্থনীতিতে এতোটাই যে বিষয়টা এখন জনস্বাস্থ্যের পরিসরে চলে গেছে, তখন কি তা নিয়ে আলাদা চিন্তাভাবনার প্রয়োজন নেই? সাধারণ অবস্থাতেই হিংসার শিকার হয়েও মেয়েরা বেরোতে পারেননা, আর এখন তো কোনো সাধারণ অবস্থাই নয়। যদিও বিদেশে অনেক জায়গায় পারিবারিক হিংসার বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়ে লকডাউনের মধ্যেও কোনো মেয়ে পারিবারিক হিংসার শিকার হয়েছেন

জানালাে প্রশাসন অন্যত্র যাওয়ার বিশেষ অনুমতি দিচ্ছে বা মেয়েদের তাঁদের বর্তমান আশ্রয় থেকে বেরিয়ে বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার মতো একটা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছে, এ দেশে সে ভাবনা স্বপ্নই। তাই সমস্যাটা করোনা বা অন্য কোনো জরুরি অবস্থার নয়, প্রশ্নটা পৌরুষ আর দমনকে সমাজ কতটা মূল্য দিচ্ছে। আর শুধু পুরুষরাই এই দমনকে মূল্য দেয়, তাতো নয়। মেয়েরা কি দমন করতে চেষ্টা করেননা?

বহু মেয়েও তো এই পৌরুষকেই মূল্য দিয়ে নিজেরাই দমনকারী হয়ে ওঠেন। অনেক মেয়েই এভাবে যুক্তি সাজান -- “আমার মা এক্কেবারে ছোটবেলায় আমাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, বিয়ের পর শাশুড়ি আমাকে দমন করেছেন, তাই আমাকেও দমন করেই কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হবে, নাহলে লোকে আমাকে মানবে কেন?” তাই করোনা সমস্যা নয়। কিন্তু একসঙ্গে ঘরে থাকতে গিয়ে বাড়ে হতাশা, নেশা করা। আর বাড়ে পরিবারে যাকে কর্তার তুলনায় কম ক্ষমতাসম্পন্ন বলে ধরে নেওয়া হয়, তার উপরে হিংসা। তা যেমন কটুক্তি হতে পারে, অবহেলা হতে পারে, একা করে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে যাতে সে কারুর সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পারে, তেমনি হতে পারে সরাসরি গায়ে হাত তোলা, যৌন হিংসা, ধর্ষণ পর্যন্ত। ঝুঁকির আমি ঝুঁকির তুমি এই নিয়ে উঠে আসছে আরেকটা প্রশ্ন। মেয়েরা নীতি নির্ধারণ করলে কম ঝুঁকি নেন আর পুরুষরা কি বেশি ঝুঁকি নেন? যেমন সমস্ত সমীক্ষা বলছে মেয়েরা গাড়ি চালালে পুরুষ ড্রাইভারদের তুলনায় অনেক কম দুর্ঘটনা ঘটান কারণ মেয়েরা অনেক কম ঝুঁকি নেন। অবশ্য অনেক মেয়ে ড্রাইভারও খারাপ চালাতেই পারেন, কিন্তু গড়ে মেয়েরা ঝুঁকি নেন অনেক কম। ২০০৮ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে খস নামে, যার কেন্দ্রে ছিল লেহম্যান ব্রাদার্স, তখনই প্রশ্ন ওঠে সিদ্ধান্ত যদি লেহম্যান সিস্টার্সরা নিতেন, তাহলে কি ঝুঁকি কম নেওয়া হতো আর এত বড়ো বিপর্যয় নেমে আসা

আটকানো যেতো? যেমন এই এম এফের প্রাক্তন প্রধান ক্রিস্টিনা ল্যাগার্ডে বলেছেন ব্যাক্সের ঝুঁকিবহুল সিদ্ধান্তগ্রহণের স্তরে ৫০% শতাংশ মেয়ে থাকলে সিদ্ধান্ত অনেক বেশি বিবেচনা করে নেওয়া হতো। তবে ঝুঁকি নেওয়ার নিরিখে ইন্দিরা গান্ধী, মারগারেত থ্যাচার বা অন্য বহু নেত্রী মোটেই কিছু কম যেতেন না।

ব্রিটেনে এই প্রশ্ন উঠেছে পুরুষ রাজনীতিকরা দায়িত্বে আছেন বলে কি কোভিড-১৯ নিয়ে বেশি ঝুঁকি নিয়েছেন? বিশেষত ব্রিটেনে বরিস জনসনের করোনা, হাসপাতাল গমন, আইসিইউতে থাকা সব মিলিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এলোমেলো চুল, অসংযত যৌন জীবন, খেলাধুলা ভালোবাসা, প্রতিযোগিতা পছন্দ করা, স্পেকটেক্টর পত্রিকাকে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকার যে তিনি এম৪০ ধরে ঘন্টায় ১৬০ মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে রাজনীতিক হিসাবে তাঁর ভক্তদের কাছে যে পুরুষালি আবেদন তৈরি করেছেন, তার থেকেই তাঁর কোভিড-১৯ নিয়ে প্রচলিত ঝুঁকি-নেওয়ার নীতি তৈরি হয়েছে কি? তাই কি ব্রিটেনে বরিস জনসন, ম্যাট হ্যাঙ্কক, ঋষি সুনকরা আরো সুরক্ষা বর্ম, আরো ভেন্টিলেটর, আরো পরীক্ষায় গুরুত্ব দেননি, বিদেশ থেকে আসা মানুষজনের পরীক্ষা, হ্যান্ডশেক বন্ধ করা, টুইকেন্যামে ইংল্যান্ড-ওয়েলস রাগবি বা চলতেনহ্যাম রেসের মতো বিশাল জমায়েত বন্ধ করার চেষ্টা করেননি যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনেক আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছে আর পাশেই ইতালির উদাহরণ ছিলো? পাশাপাশি নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড আর জার্মানিতে করোনা নিয়ে অবস্থা এতটা খারাপ হয়নি কারণ সেখানে অনেক সতর্কতার সঙ্গে করোনা নিয়ন্ত্রণের নীতিগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। সেসবখানে রাষ্ট্রপ্রধানদের নামগুলো হলো জেসিন্দা আরডেন, ঈর্না সলবার্গ, মিতে ফ্রেডরিকসেন, ক্যাটরিন জেকবসগতির আর এঞ্জেলা মার্কেল। মাথার উপরে ছাদ নির্যাতনের হাত থেকে

বাঁচতে মেয়েদের যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেই মাথার উপরে ছাদ নিয়ে কি ছবি? যেমন শুধু ইংল্যান্ডেই ২০১৯ সালের সরকারি তথ্য বলছে ২৪,০০০ মানুষ, শুধুমাত্র পারিবারিক হিংসার কারণে মূলত নারী ও শিশু ঘরছাড়া। কিন্তু ২০১০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে কাউন্সিলগুলির নিরাপদ আশ্রয়ের খাতে বজেটবরাদ্দ কমেছে ২৫%। ফলে অস্থায়ী আশ্রয় থেকে মেয়েদের আবার ফিরে যেতে হচ্ছে সেই নির্যাতনকারী স্বামী বা সঙ্গীর কাছেই। যেমন দুই মেয়ের মা সারা মায়ার ২০১৩ সাল থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে নির্যাতনকারী স্বামীর হাত থেকে বাঁচতে চারবার শহর বদল, মেয়েদের ইস্কুল বদল করতে বাধ্য হয়েছেন, বারবার বন্ধুদের ছেড়ে আসতে হয়েছে। সামাজিক উদ্দেশ্যে বানানো সস্তা হাউসিংয়ের মাত্র ২% পারিবারিক হিংসার কারণে বেঘর মেয়েদের দেওয়া হয়। যেমন পারিবারিক হিংসার শিকার একটি মেয়ে বলেছে হাউসিং অফিসার তাকে বলে তার সঙ্গীর থেকে একটি চিঠি নিয়ে আসতে হবে, সেই সঙ্গী যার ধর্ষণ আর শারীরিক অত্যাচারের জন্যেই মেয়েটি আশ্রয়ের সন্ধানে এসেছে। বাচ্চা থাকলে মেয়েদের নির্যাতনকারীর সঙ্গে থাকার বাধ্যতায় দেশবিদেশের মেয়েদের ফারাক খুব সামান্য। আর অস্থায়ী আশ্রয় কেমন হতে পারে? ব্রিটেনে মেয়েরা শিশুদের নিয়ে উঠবেন এমন অস্থায়ী আশ্রয় যেকোনো বাথরুম কমন, পাশের ঘরেই থাকছে কোনো একলা পুরুষ, মদ্যপ বা অন্য নেশাগ্রস্ত। মাথার উপরে ছাদ চাইলে এই লকডাউনে হয় নির্যাতন মেনে নিয়ে থাকা নয়তো আরো অচেনা অজানা নির্যাতনের শিকার হয়ে ওঠা -- এটা যদি পশ্চিম দেশে সমান নাগরিক হিসাবে স্বীকৃত মেয়েদের ভবিতব্য হয়, আমাদের মতো দেশে কি হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।

ভারতে: লকডাউনে মেয়েরা

জাতীয় মহিলা কমিশন জানাচ্ছে ২৩ মার্চ থেকে ১ এপ্রিলের মধ্যে তারা ২৫৭টি অভিযোগ পেয়েছে, যার মধ্যে ৬৯টি পারিবারিক হিংসার ঘটনা। শুধু দিল্লির থেকেই এসেছে ৩৭টি অভিযোগ। অথচ ২ মার্চ থেকে ৮ মার্চের মধ্যে তারা পেয়েছে মোট ১১৬টি অভিযোগ, যার মধ্যে পারিবারিক হিংসার অভিযোগ ৩০টি। ধর্ষণ

বা ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ওই সময়ে ২ থেকে বেড়ে ১৩ হয়েছে। তুলনীয় সময়ে পুলিশ অভিযোগ নিচ্ছেনা এইরকম অভিযোগের সংখ্যা ৬ থেকে বেড়ে ১৬ হয়েছে। পুলিশ ব্যস্ত থাকতেই পারে লকডাউন কার্যকর করা নিয়ে, কিন্তু তা কি আসবে নাগরিকের নিরাপত্তার বিনিময়ে? একই সময়ে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার পথে বাধা সৃষ্টির অভিযোগের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৫ থেকে ৭৭। তাও তো মেয়েদের সমস্যা নিয়ে কাজ করা সকলের সন্দেহ এটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র -- চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞার জন্য বহু মেয়ে অভিযোগ জানাতে যেতে পারবেননা আর বাকি অনেকেই পরিবারের চার দেওয়ালের মধ্যে, সমস্ত সদস্যদের উপস্থিতিতে অভিযোগ জানানোর মতো নিভৃতিই খুঁজে পাবেননা। এর মধ্যেই উত্তরপ্রদেশ পুলিশের প্রয়াসের কথা জানাই। নারীনিগ্রহের জন্য কুখ্যাত এই রাজ্য কিন্তু কোরোনাভাবনায় এগিয়ে থাকা রাজ্যদেরও পিছনে ফেলে দিলো। এই সময়ে বাড়ি থাকলে পারিবারিক হিংসা বাড়তে পারে এটা অনুমান করেই ২২ মার্চ থেকে মেয়েদের সহায়তায় বিশেষ হেল্পলাইন নাম্বার চালু করেছে, যেখানে মহিলা পুলিশরাই মেয়েদের অভিযোগ শুনবেন। এজন্য

গণমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম সর্বত্রই প্রচারিত হলো একটি মেয়ের মাস্ক দিয়ে ঢাকা মুখের পাশে স্লোগান: “করোনাকো দাবায়ে, আপনি আওয়াজ কো নহী”। তবে এর ফলাফল কি এখনো জানা নেই। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য মহিলা কমিশন ও কোলকাতা পুলিশের উইমেন্স গ্রিভ্যান্স সেল মেয়েদের জন্য হেল্পলাইন চালু করলেও তা শুধু নারীসংগঠনদের হোয়াটস্যাপ গ্রুপে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে, গণমাধ্যমে তাদের উপস্থিতি এখনো দেখিনি। কি করতে পারি আমরা যারা তুলনামূলক বা আপাত-সমতার পরিবেশে আছি, যদি জানি আমাদের পরিচিত, অপরিচিত যে কেউ অসম্মান মেনে নিয়েই পড়ে আছেন, আমরা কি তাঁর সেই পড়ে থাকাকে দুয়ো দিয়ে তাঁকে আরো দূরে ঠেলে দেবো? আমরা যদি সমতার পরিসর তৈরি করে থাকতে পারি, সে কেন পারেনি, সে কেন বেরিয়ে আসেনি, সে কেন মায়ার বাঁধনে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে বলে তাকে আরো আরো দূরে ঠেলে দেবো? সেই মেয়েকে তার স্বামী বা সঙ্গী সবসময় অপমান করে, তার ফোনের, মেলের কথাবার্তার কোনো গোপনীয়তা নেই, বাড়ির কোনো নিয়ম সেই মেয়ে নিজে ঠিক করতে পারেনা, টাকাপয়সা সব দিয়ে দিতে হয়, এই সব অভিযোগ বা এর কোনো একটি জানলেই -- যখন সরাসরি কিছু করতে পারি না তখন যন্ত্রণাকে কিছুটা ভাগ করে অন্তত নেওয়াই যেতে পারে। আমরা তাদের কথা শুনতে পারি, অনেক সময় দিয়ে শুনতে পারি। সম্ভব হলে বিনীতভাবে বাড়ির পুরুষটির সঙ্গে কথাও বলতে পারি। কারণ এখনতো ঘরেই থাকতে হবে, ঘরকে যতটা সম্ভব বিদ্রোহের ভাইরাস মুক্ত করা যায় সেটাই এখন লড়াই।

Price Hike and Unemployment in India

Arkaadeb Kapat

Economics Honours, Semester-4,

Inflation is the rise in price level of goods. India is facing tremendous inflation nowadays. The prices of every items are rising at an alarming rate. The middle and lower-middle class are suffering from price hike. The government is struggling to control inflation. According to RBI's latest report, the inflation rate will rise by about 9% in the upcoming fiscal year 2022-23 compare to India's rate of GDP(only 2.1%).The reasons for inflation are as:- 1.Due to imposition of high rate of import tariffs on Crude oil ,the rise in price of petrol and Diesel leads to rise in transportation costs, which leads to increase in price level of all commodities.2.Due to Black market and influence of middleman ,there is shortage of supply which is hindering the path to market equilibrium.3.Due to dearth of supply of raw materials , especially agricultural raw materials such as jute, cotton , the cost of production of agro-based products and other durable products in industries have risen up, which leads to closure of these industries. Thus the supply chain is being contracted, which affects upon inflation. 4.Due to Lockdown, all of the secondary sectors were closed. Many employees had lost their incomes, or they

were not paid salary by the job institution, under which they work. The RBI had decided to print and issue more notes to give them credit, which leads to increase in demand for paper notes by the public, intensifying the inflation. The industrial workers are being laid off the factories or due to sudden closure of factories and they become unemployed. They are obliged to return back to their villages in search of. According to CMIE latest report,the rate of rural unemployment (6.4%) is slightly less than the urban employment(7.5%). According to an economical forecast:-' If inflation continues to persist ,then the unemployed rate will rise more and more. The poor will become poorer and the rich will become richer '. Due to high rate of income tax imposed by the Indian government, the common people don't have any incentive to buy any goods, leads to reduction in purchasing power and unemployment. They can't even able to pay for health checkup and buy medicines. Whereas the richer people try to evade high rate of taxation, by showing false income tax returns to the government, leading to accumulation of wealth. Thus income inequality arises. Some suggestive measures can be taken to reduce unemployment:-1.The rate of

taxation upon income should be reduced. There should not be any discrimination in rate of taxation between rich and poor.2.The common people should be provided sufficient vocational education for self-dependence, to earn their livelihood.3.The agro-based industries should be developed with new machineries, plants, ,adequate efficient, skilled workers, adequate electric power by using renewable energy resources. Supply of agrobaed raw materials should be ensured to facilitate seamless production. If production rises, then supply chain will gradually expand.4. Small-scale and medium-scale industries should be built up in remote village and town areas. These industries plays a great role in employment generation among poor people who doesn't have large capital. Suggestive measures can be taken to check inflation:-1. Direct transaction between producer and buyers must be ensured, to eliminate the influence of middleman. This can be possible, if gov-owned Sabji mandis can be built

near the sites of agricultural production. Ellimination of middleman can stop black-marketing and control price level, to check inflation.2.Ration shops (Public distribution system) should be formed to control inflation.3.There must be provision of proper gov-owned storage houses for farmers near the site of their agricultural production to help them preserve the unsold crops at a subsidized cost,so that the price level does not fluctuate a lot to maintain market equilibrium.4.The industries should be replenished with new machineries, plants. Adequate productive, efficient workers should be employed in those factories to generate employment, to increase production for supply chain expansion. This might help to stabilise market price, maintaining equilibrium and check inflation.

Source: -

- 1) CMIE Official Unemployment report 2021-22(<https://www.cmie.com>),
- 2)RBI Official statistics bulletin(<https://www.m.rbi.org.in>)

A Short Trip to Santiniketan

Sayon Patra

Economics Honours, 6 th Semester

After missing a major part of our college life due to the COVID 19 pandemic we expected a special event in the leftover time to make it up. Excursions are a very useful way to have fun, learn new things and to strengthen the bond among the students and also between teachers and students. It was proposed to us by our teachers to go for an excursion to Santiniketan which was indeed a mouthwatering proposal. We started our trip on 21st April,2023 along with all the teachers and friends. We reached our destination by 12 o'clock after a short halt for snacks. Then we headed for a tribal village where we found the women painting their mud houses with black colour (it is a tradition followed there for a long time). We conducted a short interview with the villagers and we understood how much they struggled for their livelihood. Their life is full of challenges but their never give up attitude is key to their success.

At the evening, we had a nice chatting session with our friends which will surely be remembered for a long time. The next day we went to the

UNESCO WORLD HERITAGE SITE Visva Bharati University. The ambience created a special respect in our mind for Rabindranath Tagore.

Though it was a two days tour, it left a deep mark in our memory. The moments we had spent there will be cherished forever. I would like thank all our teachers for arranging such a trip.

জন্ম....

Saikat Ghosal,

Economics Hons., Ex student

মৃত্যু দেখেও কেউ ফিরে তাকায় নি,
লাশের উপর ফুল রেখে যায়নি কেউ।
নৈঃশব্দ্য এসে পাশে দাঁড়ায়,
ফুলের মৃত্যু হ'লে, তবে
ফুল পায় কিছু লোক।
খিদে মেটায়, অকিঞ্চিৎ সালোকসংশ্লেষ
জিভ দিয়ে চেটে নেয় মানুষ, নির্দিষ্ট ক্ষত
তবুও ভুল করা থেমে থাকে না,
'ঠিক' এর সংজ্ঞা লিখে যেতে পারেনি তো
কেউ।
যা লেখা হয়েছে,
কেবল মৃত্যু,
শান্ত,
স্থির।
মৃতদেহ সাজিয়ে রেখো না, প্রিয়তমা...
সমাধির উপর ফুল জন্ম নেবে, ভবিষ্যতের।
চোখের ভিতর ফুল জন্ম নেবে, ভবিষ্যতের।।

বর্ণের খোঁজ

কিঙ্কিণী ঘোষ,

অর্থনীতি বিভাগ, ৩য় বর্ষ

আমি তখন বেশ ছোটো,

এই পাঁচ কি ছয়

জীবনখানা ছিল আমার ভীষণ বর্নময়।

যদিও তখন বুঝতাম না বর্ন কাকে কয়

বুঝতাম, শুধু আমরা এখন পড়তে আর খেলতে হয়।

তারপর যখন একটু বড়

এই আট কি নয়,

বুঝলাম তখন ভালো রেজাল্ট না করলে জীবন নাকি বর্ন হীন হয়।

এই বর্ণের আকারটা যে কি!!

আর কি বা তার রং!!

সেইসব নাকি বোঝে তারাই যারা মানে বিদ্যাই ভগবান।

এরকম ভাবে চলতে থাকে বর্ন খোঁজার পালা,

যে মাই বলুক পেতেই হবে বর্ন ভরা ডালা।

এরপর যখন দশম শ্রেণী বয়স যখন ষোলো,

বাবা, মা, টিচার সবার মুখেই বর্ণের কথা, একি কেলো!!

সবাই বলে এবার তুমি পাবেই বর্ণের খোঁজ,

রেজাল্টটা শুধু দারুণ করো, তখন বর্ন এসে করবে তোমার খোঁজ!

জোর লাগাকে হেসেমা বলে, লেগে পড়লাম আবার

উচ্চ-মাধ্যমিকে ভালো ফল করে তাক লাগাবো সবার।

জেদ ও শ্রমে ভালোই হলো উচ্চ-মাধ্যমিকে এর ফল।

বর্ন বলে আমার সাতটি রঙের কোন একটি দেখবি বল?

আমি বললাম সেকি কথা পুরোটাই তো দেখতে চাই,

বর্ন রেগে কয় তার জন্য প্রচুর পরিশ্রম চাই।

একটা সফল্যের একটা বর্ন এভাবেই ধরাদি ,

লেগে থাক বাচ্চা, এভাবে এগোতে থাকলে শাট পেরোতে এই দেখা পাবি সব কটির।

অবাক চোখে চেয়ে বললাম একি কেমন কথা ?

নিয়ম

অনুষ্ঠান রাউত

অর্থনীতি বিভাগ, ২য় বর্ষ

জানলার শিক ধরে আহমেদ আরেকবার তার চোখের জল মুছে ফেলল। পাঁচ বছর আগে ঠিক এই দিনে নিজের প্রাণের রশিদকে হারিয়েছিল সে। হঠাৎ তাঁর বুকের ভিতরটা তোলপাড় হয়ে গেল, একজনকে পেয়ে – শান্তনু দা। তাদের পাড়ার সেই শান্তনুদা, যে নিজের কার্যসিদ্ধির আগে অবধি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে কথা রাখেননি। পাঁচ বছর আগে তিনিই জিতেছিলেন, এবারও তাই হবে বোঝাই যাচ্ছে। যদিও পাঁচ বছর আগের সেই ঘটনার পর থেকে আহমেদ নিজেকে সমাজ ও ক্লাব থেকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে নিয়েছে।

আহমেদরা থাকে হাজী পাড়ায়। তাদের কয়েকটা বাড়ি পরেই শুরু হয় হরি পাড়া। দুই পাড়ার পার্টি অফিস এক হলেও এ পাড়ার লোকের ও পাড়ায় যাওয়া নিষেধ। সেটাই নিয়ম।

আহমেদ হুসেন হাজী পাড়ার একজন অত্যন্ত ডাকারুকো লোক ছিলেন। পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত শান্তনুদার ঠিক পাশেই দেখা যেত আহমেদকে। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে আহমেদকে আর শান্তনুদার আশেপাশেও দেখা যায়না।

আহমেদের এক ছেলে ছিল, রশিদ। খুব মিষ্টি ছিল ছেলেটা। একদিন গরম কালের দুপুরে রশিদ গুলি-ডাল্ডা খেলতে খেলতে কখন যে হরি পাড়ায় ঢুকে পড়ে সে নিজেও টের পায়নি। হরি পাড়ার লোকেরা তা দেখে চোখ দিয়ে কামান দাগতে থাকে দশ বছরের বাচ্চাটার উপর। তাদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হয় যখন শিশুটি খেলতে খেলতে পা দিয়ে ফেলে মন্দিরের সিঁড়িতে।

দুপুরের পর থেকে রশিদকে আর কেউ দেখেনি। বাড়ির লোকও এ নিয়ে বেশি ভাবেনি কারণ রসিদ খেলতে খেলতে মাঝে মধ্যেই অন্য পাড়ায় চলে যেত, আবার বিকেলে ফিরে আসত।

সেদিন বিকেলে হাজী পাড়ার মসজিদটার সামনে রশিদের টুকরো টুকরো করা দেহটা পাওয়া গেল, একটা চালের বস্তায়। মাথায় পাহাড় ভেঙে পড়ে আহমেদের। ছুটে যায় সে তার বাড়ির লোকের থেকে ও আপন শান্তনু দার কাছে। শান্তনু দা পুলিশ ডাকেন এবং টেবিল চাপড়ে উচ্চমানের তদন্তের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরে পড়েন।

নিজের টাকার জোরে কেসটা চেপে দেন শান্তনু দা। একজনের স্বার্থে তো আর একটা গোটা পাড়াকে অসন্তুষ্ট করা যায় না, এদের উপরেই তো তার জেতা নির্ভর করছে। নাকি?

সুতরাং রশিদের নির্মম মৃত্যুর কোনও মীমাংসা হয়নি। সেই দুঃখে আহমেদ আজও চোখের জল ফেলে। এবারও শান্তনু দাই জয়ী হবে বোঝাই যাচ্ছে। সবই হচ্ছে অথচ রশিদই ন্যায় থেকে বঞ্চিত হল। কেন? কারণ দশ বছরের শিশুটি নিয়মের বিরুদ্ধে গেল, এটাই তার অপরাধ। এবং এই অপরাধের একটাই শাস্তি- মৃত্যু।

“How Cultural Diversity in any institution encourages students to participate in extracurricular activities”

Akankha Dutta
Economics General, 3rd semester

India is a kaleidoscope of cultures that include umpteen variations in food, clothing, language, music and religious beliefs. This colourful spread has been shaped by the long history and unique geography of this land.

Standing at the second position (after China) in terms of population, India has a high magnitude of diversity and people belonging from India are even seen to have a prodigious consumption of different food items which leads to the diversity of food as well.

History is evident that due to multiple invasions, India’s many ancient cultural and traditional rites and rituals has been uprooted but on the other hand, the invasions has also filled the gap by initiating their (foreigners) own traditions on our land . According to the data on Population by Religious Communities of Census 2011, Hindu 96.63 crores (79.8%); Muslim 17.22 crores (14.2%); Christian 2.78 crores (2.3%); Sikh 2.08 crores (1.7%); Buddhist 0.84 crores (0.7%); Jain 0.45 crores (0.4%) are dispersed all over

the nation, as a result, India’s cultural diversity has increased.

In any sector in India, specially in the education sector, if any institution has a good ratio of students belonging from diverse backgrounds, then it may develop curiosity among the students to participate in several cultural programmes. They will come to learn about different cultures all around from India and may develop interest in them . Participating in cultural programmes develops their leadership skills, time management, team management skills, community bonding, communication skills, helps them to interact better with their professors and many more which helps in the overall development of their personality as well as the development of the institution itself. Along with it, these activities may unlock plethora of opportunities for the students for their future academic goals.

A Story from God's Residence

Priyasha Nandy,
Economics-Honours, 3rd Semester

Now I take a deep breath through an amaze
 How could my whole life was a lie and haze?
 People become scared of being sad and depressed
 But I become scared of being excited, amusement
 You can beat a bush to think i'mma be insane
 Only God knows that, which no one's acquainted
 I was finding a place where my soul gets adornment
 While avoiding that place from God's residence

I didn't know I was dumb while disliking those choices
 Cause my whole life was wrongly wrapped in unholy poisons
 All of my daydreams 'bout a place with no noise
 Embellished with Green-White hills echoes His voice
 Where cloudy white stream flows make mountains moist
 Rippling water falls down, my soul's thirst gets hoist
 I couldn't track down these what my heart sought where's its presence
 Until you came stealthily with your root from God's residence

Now I just wonder how the story could be this much dense!
 Can't blame my fate, I couldn't enter this story cause of my own fence
 If I'd want to buy something, that'll be your place, no matter, I need how much pence
 It takes my breath away to think while making you, how much God held patience
 I feel blessed and got my place where my soul reigns
 I'd love to love you now it's all I want to make sense
 I never won anyone's love but now I want your heart in lend
 Cause maybe my story destined with your God's residence

It's the first, should be the last when we're all in vigilance
 Others could fall for face, I'd love to fall for innocence
 What's the complex? What's the obstacle? When there's no difference
 We should be the twin flame to blaze God's magnificence
 Thanks to come at perfect time, I know that wasn't coincidence
 When you leave the place you live, it can't bear your absence
 Then think of me, I'm just a human being, how can I control reactance?
 You're the utmost proof that how pleasant Our God's Residence...

Teacher's Day celebration

Arkaadeb Kapat,
Economics-Honours
3rd Semester

Introduction & importance of the programme: -

The teachers are those honourable persons to whom we should be respectful. They need to be strict sometimes to prevent their student from doing any misdeed. The teachers always take care, have affection towards their students just like their children. When their students do some good work, the teachers feel proud of them and their joy knew no bounds. As the teachers have duty towards their students, the students should also have some duty towards their teachers.

Planning: -After our end semester exam finished, the thought of Teacher's Day celebration came into my mind. First, I talked about my wish to my seniors and to my friends as well. The seniors agreed to my proposal, however initially some of my friends were reluctant to it. We discussed and arranged the programme accordingly. Although we didn't get enough time for rehearsal, we tried our best.

The Programme: - The auspicious day was on 10th September. All the students were dressed in formal attires and beautiful sarees. It was notable that the ex-batch of 6th sem students had participated in this programme. The programme had started with an opening song by Subhankhi di, a student of 5th semester. There were a group and two solo dance performances by the girls of all semesters of the economics department which was fantastic. The functioning of Kinkinee Ghosh, from

our 3rd semester as co-host and Suryadeep da (ex-student,6th sem), as the main host were very important, without which the programme would not be successful. (All the credit goes to them.)

Next, the teachers were awarded with a beautiful memento by the students. I gave a



wonderful gift to my honourable teachers. The honourable teachers shared their opinions, expressed their gratitude to us. It was really unfortunate that we really missed the presence of PS sir. As per SG maam: -"Many many thanks to all of you, for organising this beautiful programme, as a mark of respect to the teachers." SM mam shared a wonderful experience of Teacher's day celebration in her college life. The mesmerising speech of SM sir had left a long-lasting impression among us. I performed a song from the film 'Autograph' . Subhankhi di and Sayantan (our guitarist) had performed a KK mashup song,

which was very good. Devansh da(ex-student,6th Semester) and Subhankhi di's duet performance was splendid. Later, the students of all semesters had delivered a beautiful speech about the honourable teachers, among which Manav Da's (ex-student, batch 2020-23) speech was the best. Lastly, the ex-batch of 6th semester students had sung KK's song which lingered in my heart.

Special Moments: -

The most precious moment was Cake-cutting celebration. (without candles). It was quite enjoyable too. We were offered a lovely treat

by our HOD, SD sir. The food was delicious. Next, we clicked many beautiful pics. But the group photo of our Economics department was the best of all.

Conclusion: -After all, we had a wonderful time with our seniors and teachers. In fact, the Teachers Day celebration was a reunion of teachers and the students. The memory of this programme will always linger in my mind.



MAESETRO OF বাংলা CINEMA

Sayantana Sadhukhan,

Economics Hons., 3rd semester

Bengali cinema has a rich and vibrant history, and within this realm, there is one name that stands out as the maestro of Bengali cinema – Satyajit Ray. His contributions to the world of film are unparalleled, and his work continues to inspire and captivate audiences, including college students to this day.

Satyajit Ray was born on May 2, 1921, in



Kolkata, India. He came from a family that was deeply rooted in the arts, with his father, Sukumar Ray, being a renowned poet and illustrator. This creative background played a significant role in shaping Ray's artistic sensibilities and would later influence his cinematic vision.

Ray's journey into the world of cinema began when he joined the British-run advertising agency, D.J. Keymer, as a visualizer. During his time there, he honed his skills in graphic design, illustration, and photography – all of which would prove invaluable in his future filmmaking endeavors.

In 1950, Ray's life took a dramatic turn when he came across a book by French director

Jean Renoir, titled "The River." This encounter sparked Ray's interest in filmmaking and served as the catalyst for his directorial debut. He embarked on an ambitious project to adapt Rabindranath Tagore's novel, "Pather Panchali," into a film. This film would become the first installment of his acclaimed Apu Trilogy.

Released in 1955, "Pather Panchali" garnered international acclaim and established Ray as a master storyteller. The film beautifully captured the essence of rural Bengal and the struggles of a young boy named Apu. The success of "Pather

Panchali" opened doors for Ray, both nationally and internationally, and paved the way for his subsequent cinematic masterpieces.

Throughout his career, Ray delved into a wide range of themes and genres, with each film offering a unique perspective on the human condition. From the poetic and nostalgic "Charulata" to the gripping and suspenseful "Kanchenjunga," Ray showcased his versatility as a filmmaker.

Apart from his directorial prowess, Ray was also a prolific writer. He composed screenplays, short stories, and novels, many of which served as the basis for his films. His ability to craft compelling narratives and create multidimensional characters is a testament to his literary genius.

Ray's films often addressed social and political issues, providing a voice to the marginalized and shedding light on the complexities of Indian society. His ability to blend realism with artistic expression made his films resonate with audiences, transcending cultural boundaries.

For college students, exploring the works of Satyajit Ray can be a transformative experience. His films offer insightful commentary on human emotions, relationships, and societal dynamics. Ray's attention to detail, exquisite cinematography, and masterful storytelling makes his films both visually stunning and intellectually stimulating. Furthermore, Ray's emphasis on the human experience and his ability to evoke empathy in his viewers make his films timeless. They continue to resonate with audiences of all ages, providing valuable insights into the human condition and the power of cinema as an art form.

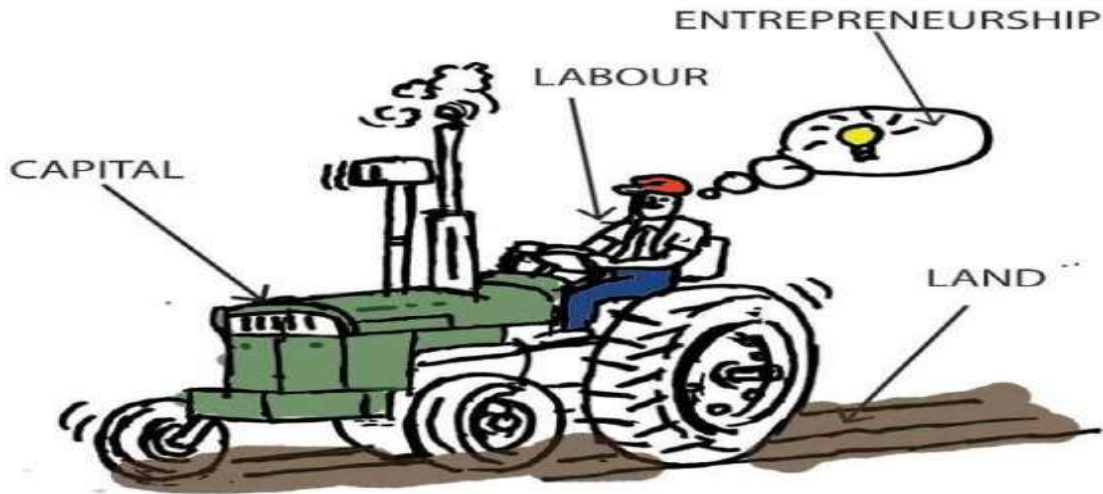
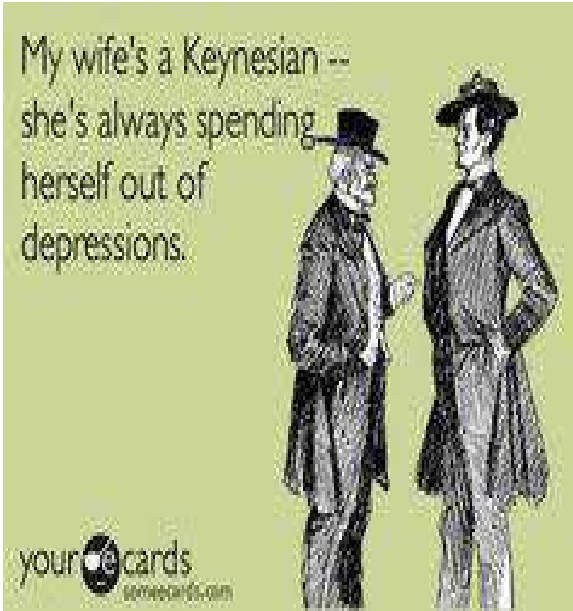
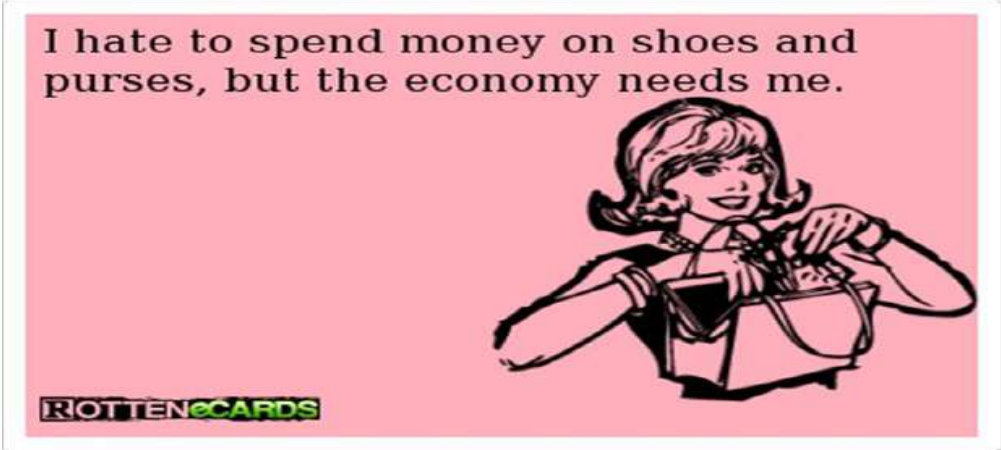
In conclusion, Satyajit Ray is undoubtedly the maestro of Bengali cinema. His contributions to the world of film have left an indelible mark, and his work continues to inspire and captivate audiences, including college students. Exploring Ray's films is not only an opportunity to appreciate his artistic genius but also a chance to gain a deeper understanding of the complexities of life and society. As college students embark on their own

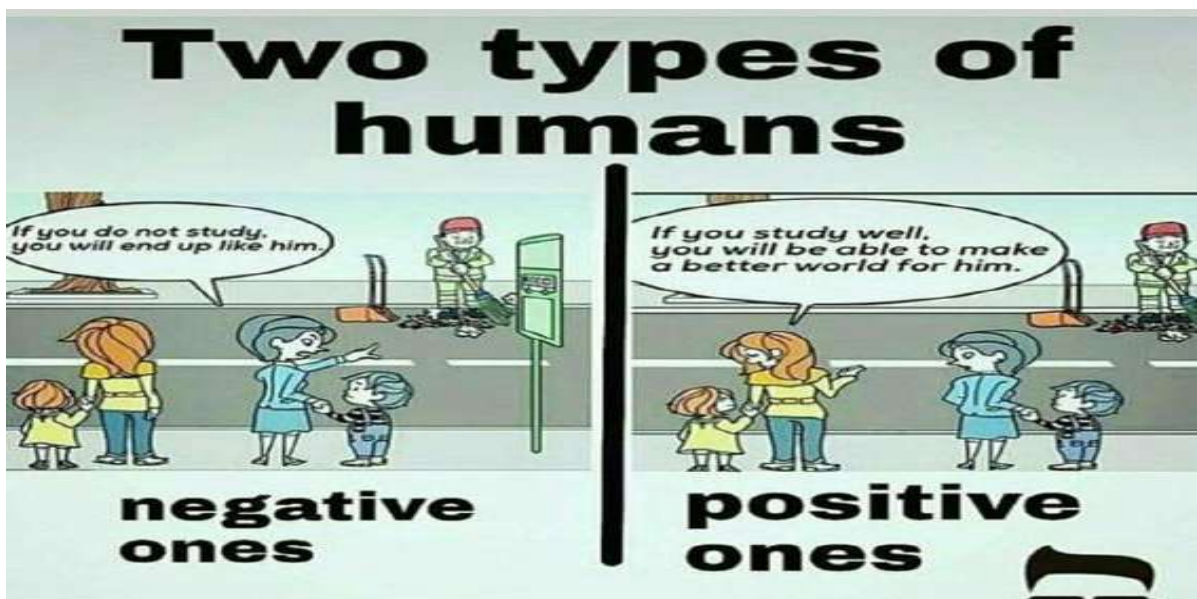
journeys of self-discovery, Satyajit Ray's films can serve as a guiding light, offering



valuable insights and inspiring a new generation of filmmakers.

Funny Economics

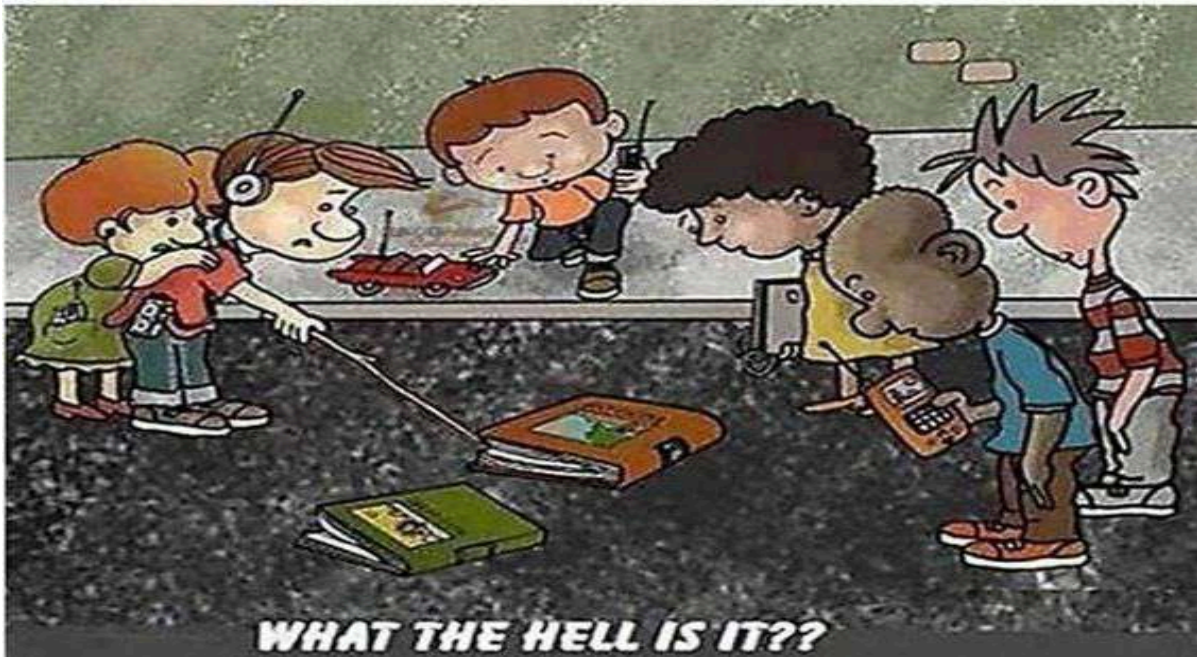


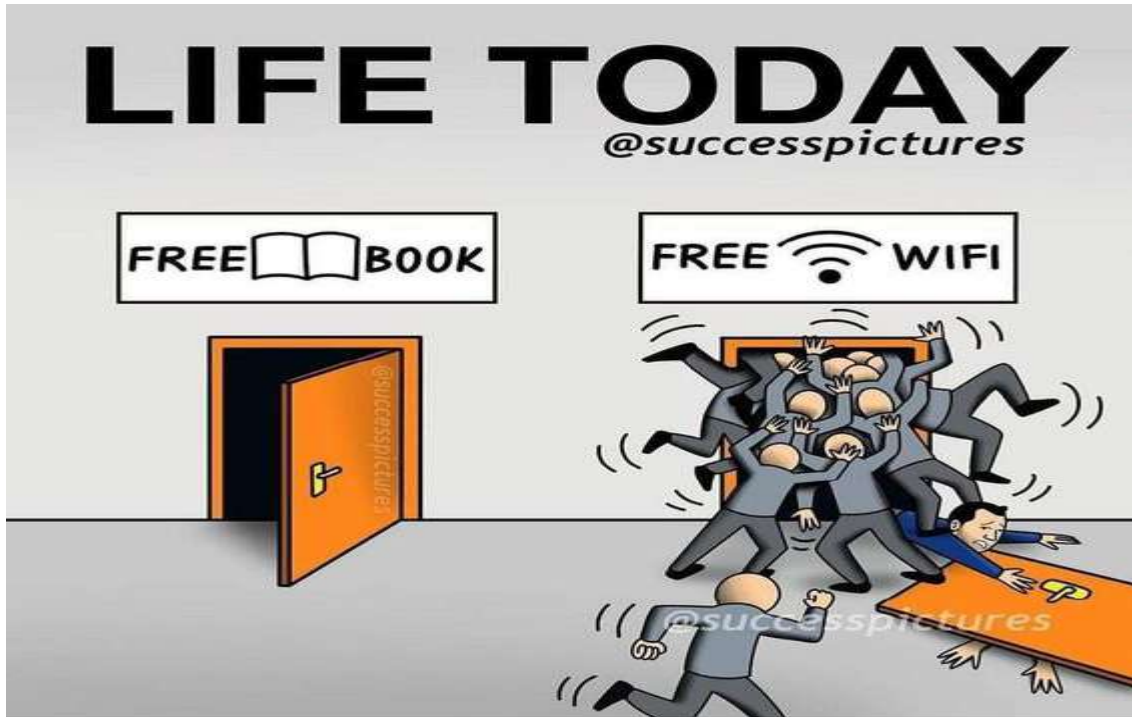


Life Today -Forecast Future

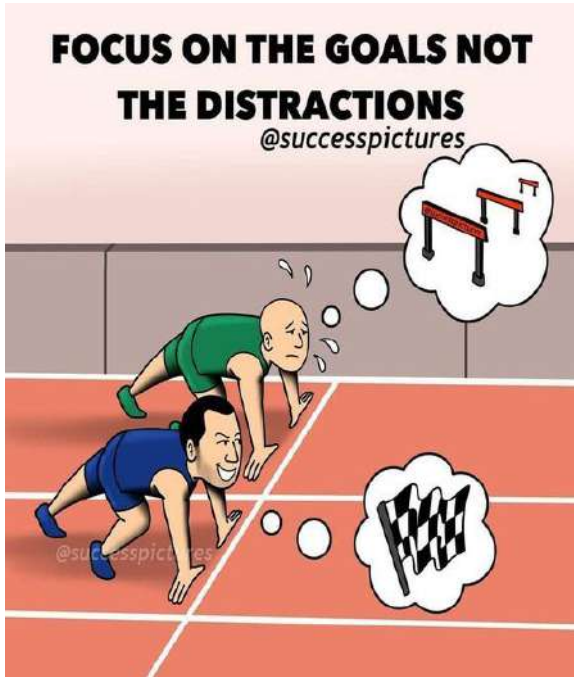


Future Kids !!



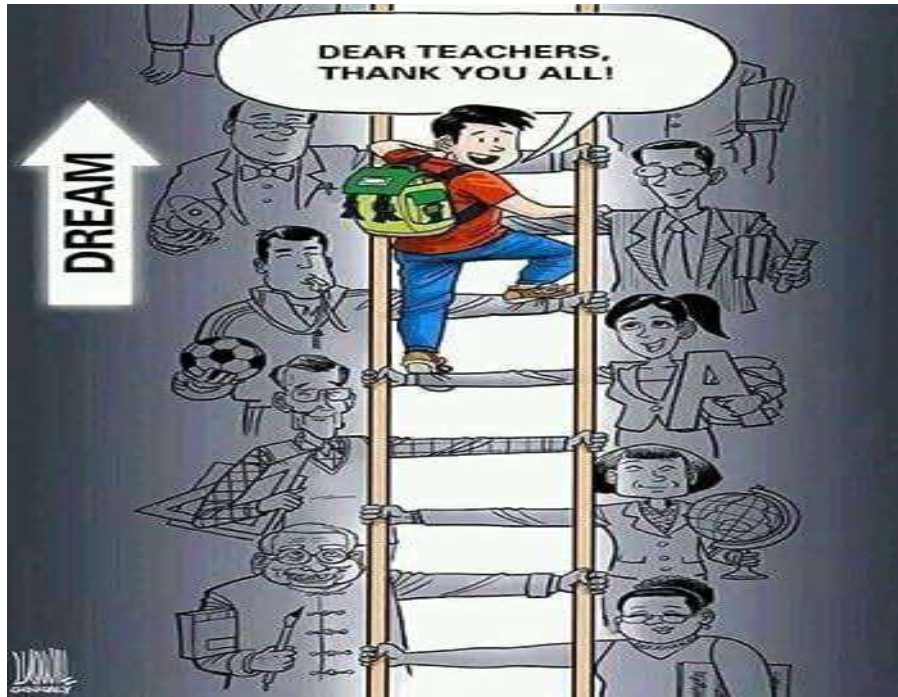


Motivation



YOUNG	ADULT	OLD
TIME	TIME	TIME
MONEY	MONEY	MONEY
ENERGY	ENERGY	ENERGY
	Invest and Up	

A diagram comparing the resources of young, adult, and old people. It shows three columns: 'YOUNG', 'ADULT', and 'OLD'. Each column has an illustration of a person and three bars representing 'TIME', 'MONEY', and 'ENERGY'. The 'YOUNG' man has full bars for all three. The 'ADULT' man has a partially filled 'TIME' bar and full bars for 'MONEY' and 'ENERGY'. The 'OLD' man has a partially filled 'MONEY' bar and full bars for 'TIME' and 'ENERGY'. The text 'Invest and Up' is at the bottom.



Source: <https://images.app.goo.gl/ntkoiZXLn64537kh9>

Beyond Classroom

The RBI Museum organized an inter-college quiz competition to celebrate the International Museum Day on May 18, 2023 at the RBI Museum premises. Second and fourth semester students have participated in the quiz competition. We are very glad to share our feelings that our second semester students Rajib Das and Avijnan Ganguly along with other two students from fourth semester Sayantan Sadhukhan and Sneha Maji secured the second position.



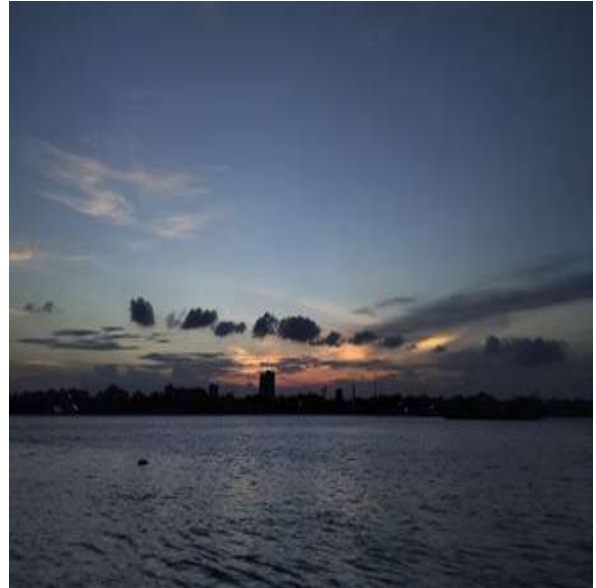
Students' participation in sports



SNAPSHOTS

Anusthup Routh

2nd Semester, Economics honours



Ashijit Sarkar

2nd Semester, Economics honours



Priyasha Nandi

4th Semester, Economics Honours



Sneha Maji
4 th Semester, Economics Honours



Arghya Roy Chowdhury
2nd Semester, Economics honours



Departmental Activity

RBI MUSEUM VISIT: -A DEEP INSIGHT INTO THE MONETARY HISTORY

Arkaadeb Kapat, Semester-3, Economics (Honours.)

Introduction: - The Economics Department of City College, Kolkata went to visit the RBI Museum, as a part of their important departmental activity on 23rd November. The students of 1st & 3rd Semester students had participated in this excursion.

History of RBI:-The iconic building of RBI Museum, at 8, Council House Street has been in existence for more than 100 years and has now been declared a heritage property. As per the recommendation of Hilton Young Commission, the Reserve Bank of India (RBI) was established in 1935. The RBI had in 1935, taken this building on lease from the Alliance Bank of Simla. Later in 1943, when the Alliance Bank went into liquidation; the Reserve Bank bought it over from its liquidators. As the Reserve Bank's functions evolved, the building was found to be too small to house them and another building was built on the northwestern corner of Laal Dighi where the Reserve Bank's KOLKATA Regional Office stands today.

Beautiful Artwork: -At first we saw a beautiful artwork of the RBI Museum, a tree & a painting, which were made by the shredded money notes (after demonetization of old 500 & 2000 notes).



Evolution of Money & Coins:-Next, we witnessed the gradual change of different forms of money, eg:-metallic money to modern Central Bank Digital Currency (CBDC). We also saw the gradual change in shape & design of the coins. During historic period, Corries were used as a medium of exchange (when there was no paper money or like that.)



About Barter Economy:- The RBI Official had illustrated about the advantages and disadvantages of barter economy during historic period. Some disadvantages of barter economy are:-1) Measurement, 2) Portability, 3) Durability, etc. In barter economy, exchange between two different goods (except paper money) used to take place. We



had witnessed some modes of exchange that were used in barter economy.

Lifting the gold bar:-As per the words of RBI official, the standard weight of gold bar is 12.5 kg. (which is approximately 2.5 times heavier than iron.).We tried to lift the gold bar(which was not actually made of gold) to feel its weight.Some were able to lift it while some others were not able to do it.While trying to lift the gold bar ,we felt a sort of force or magnetic attraction which is hindering us in lifting the bar.



Checking body weight:-There was a weighing machine,(having LED display) in which there were two columns.Each illuminated part of the left column indicates the standard weight of Gold Bar,while each illuminated part of the right column indicates 1 kg of Gold Bar.Standing upon the weighing machine,we saw that some of the segments of the left column as well as the right column are illuminated,then our body weight is calculated.(For eg:-If 3 segments of left column get illuminated and 4 segments of right column gets illuminated,then total body weight is-[(3x12.5)+(1x4)]kg =41.5 kg)

Evolution of Locks: -We saw the various types of locks which were used in recent past in RBI.These locks were useful for safeguarding of important documents such as government bonds,gold bars etc.For eg:-Dual Access Padlock,Scorpio Padlock(Used between 2002-03) etc.

Exploring Gold Reserves: -We came to know about the distribution of gold reserves in about 50 countries of the world.For eg:-In Russia, 17.6% of the total gold reserves is

present as the percentage of the central bank's total foreign exchange reserves.

Other attractions:-We also see the Note-Stitching Machines (used to stitch bundles containing 100 pieces, each with the help of thick metallic wires.), a live demonstration of publishing government bonds by manual printing press (initially used by RBI, but not at present.) etc.

Evaluation:-The educational tour to RBI Museum played an important role in providing encouragement in exploring monetary history, providing a lot of information to the economics students.In fact, the tour to RBI Museum is fruitful.

[N.B.B:-Besides these, we get to know about the banking exams, how they are conducted, type of banking jobs in RBI etc. Importance of banking sectors in rural areas and the system of "Financial Inclusion" (the process of inclusion of rural areas into the public banking system for provision of financial aid and security to the poor rural people.), a souvenir shop selling old articles made up of shredded notes,some episodes of hyperinflation.]



Pic:Note-Stitching Machine





Daronda: Livelihood survey among rural poor, particularly tribal people

City College, Economics Department went for a survey in Tribal majority Village Daronda, Birbhum District, a district with a large concentration of tribal population. Xx students along with 4 faculty made an extensive tour of the village and its surroundings.



We talked to 6 women and 2 men from the village and a woman running an eatery by the roadside. Women from Daronda village were all Santhals. 3 were making leaf plates and glasses, 2 were painting houses for an upcoming festival. All of them had job cards, but getting work is a major problem. So, all of them work as day labourers in nearby villages. Men also do sundry work like cutting wood etc.

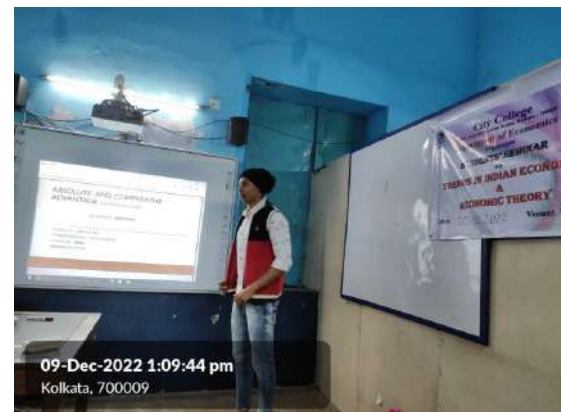
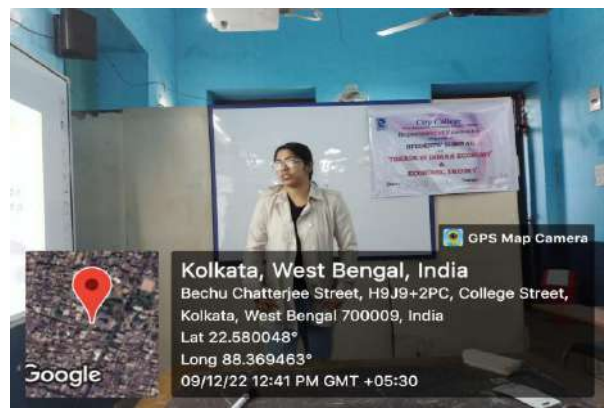
We also talked to a woman running an eatery. She lost her all resources during one of the ponji scheme scams as her son was an agent of such an organization. After that she came up with a small tea stall, which now has developed into a full-fledged eatery serving all meals. Her husband mends musical instruments along her eatery. Her major problems are two: a) the land on which her eatery is situated is government land and she can be evicted any day; and 2) lack of loans as she has no collateral to get institutional credit. The team also visited 2 NGOs (names) working for the upliftment of local poor, particularly tribal population. Both of them are trying to impart various skills, right from better farming, poultry and dairy along with selling the products that they produce. They

are also teaching about saving the forests, planting trees and prepare sapplings in nurseries.



Glimpses of Student's Seminar

Our students are our strength. They are the bigger resource of our college who illuminate our department as well as our college by spreading their knowledge and thoughtful ideas about Economy, Society, Religion through their different presentations in the seminar. We are so fortunate to organize a number of departmental seminars every year to make our students such as bold, dignified and extroversion in personality.



Celebration Galore- A Baggage of Memories

Teachers' Day Celebration

To commemorate the birth of the second **President of India Dr. Sarvepalli Radhakrishnan**, who was a philosopher and a great teacher, **5th September every year is celebrated as Teacher's Day**. His contribution towards Indian education is undeniable. Teachers play a major role in making their students responsible citizens of tomorrow and good human beings. Hence to express their gratitude, a beautiful programme was organized by students on this occasion from our department.






Happy Teachers Day

To one of the most evergreen teacher we've ever come across; One who has proven that age is just a number, one can do anything and everything if he/she keeps up the spirit irrespective of their age; One who's an inspiration herself; One who lessons us to fight, protest, become rebellious against all adversities through her deeds; **HAPPY TEACHER'S DAY MAM.** Keep showering your blessings upon us
Love Light & Respect
Take regards



Happy Teachers Day

We fall short of words when it comes to penning down about you sir, the more we say, the less it seems. Having someone like you as our teacher cum guardian is an absolute bliss one can ever seek for. You've always been there by us whenever life threw curve balls at us. The kind of inspiration, motivation, guidance we get from you is irreplaceable. The level of encouragement, enthusiasm you provide us is inestimable. Accomplishing all missions, elevating greatest heights of success how we wonder one can be so down to earth had we not known you, we wouldn't have believed. Our joy knows no bounds to have you among us. We're indebted to you
HAPPY TEACHER'S DAY SIR
Love light & Respect
Take regards





Happy Teachers Day

We've ever seen such a calm and cool personality like you sir. Thank you for guiding us all through. Its from you we learnt to have patience in dark hours. We will be always thankful for your one to one attention in the classes, whenever anyone comes late in classes you always try to cover him the portion you taught in class. Thankyou for this extra effort.
HAPPY TEACHER'S DAY SIR
 Love light & Respect
 Take regards

Happy Teachers Day

No wonder we've the best guide one can ever have in form of you sir. There's no better alternative help one can ask for when it comes to solving academic or career oriented quarries. To the one who inspires us, motivates us, guides us ; One from whom we re inculcating new things with every passing day; One who has always been there for us; One who'll never let us down. **HAPPY TEACHER'S DAY SIR!** Love Light& Respect
 Take regards!

Happy Teachers Day

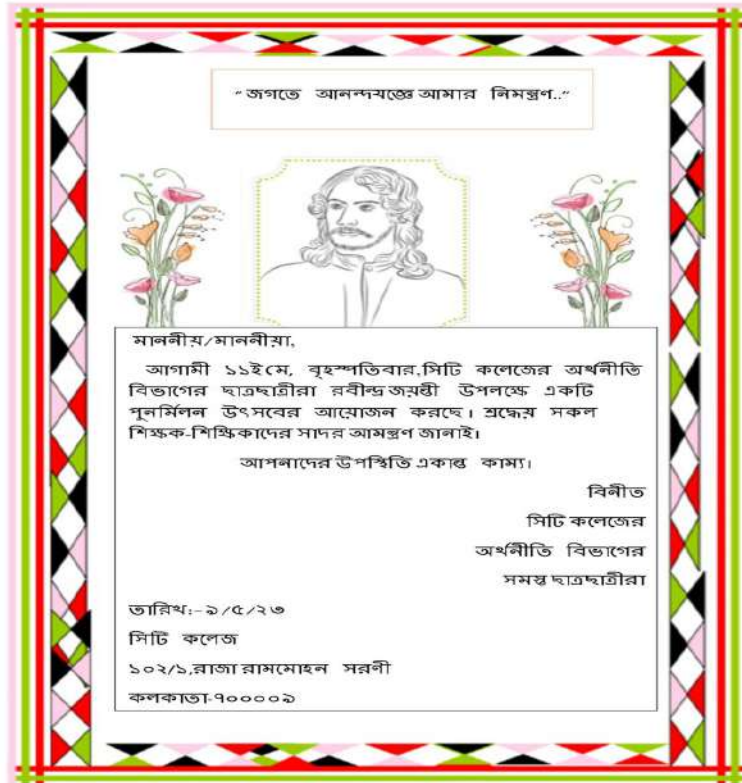
Had we not known you, it would have been out of our knowledge how much grounded a professor can be. Be it through providing ample extra study materials late night sacrificing your leisure hours by guiding us before exam ; be it through being by us, by the students or motivating us through thicks and thus, you've taught not to give up no matter how. Thank you for enriching us with your precious knowledge and experiences.
HAPPY TEACHER'S DAY MAM- the cutest personality ever
 Love light & Respect
 Take regards

Happy Teachers Day

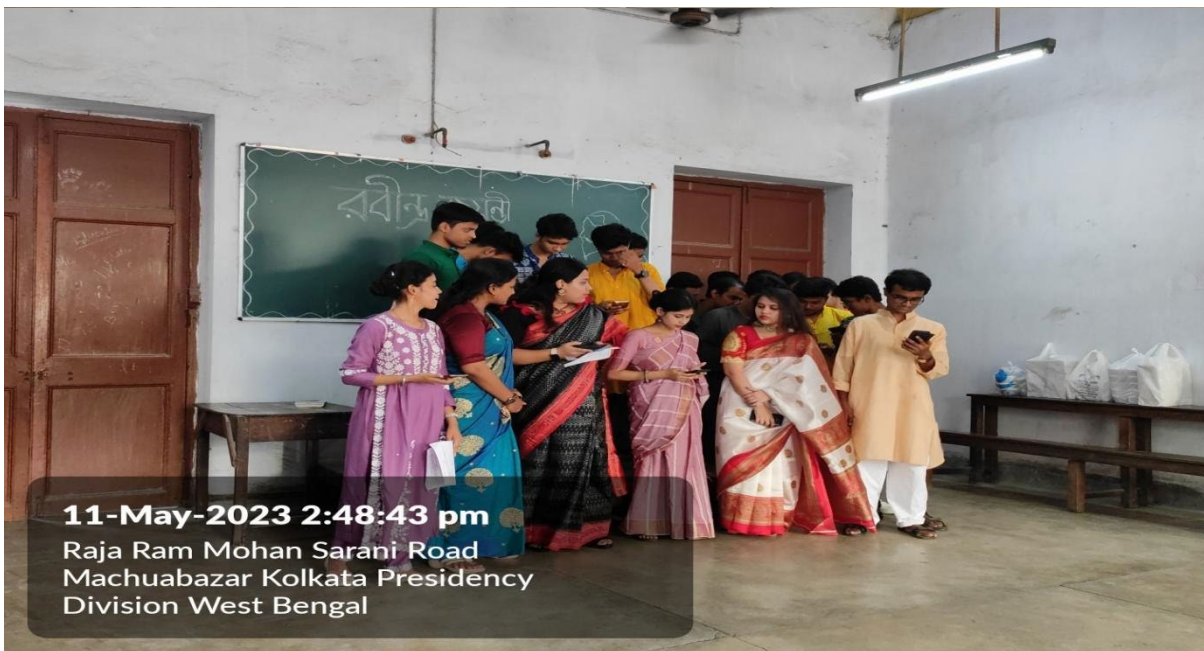
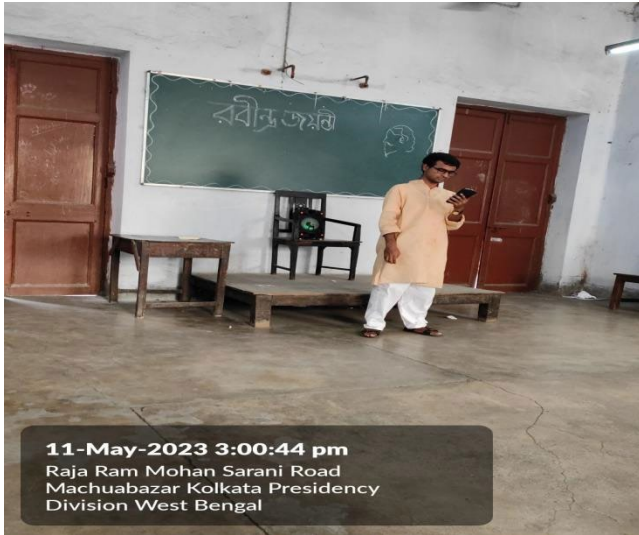
Little did we know we'll have a professor like you we always dreamt of having one, strict a bit succours a lot. We're really endowed with God's grace that we've got an opportunity to be seen a student. From making topics crystal clear to providing important notes. Your being dedicated towards profession to helping our students (making them disciplined. You've been our role model we'll wanna be like. Thank you for being there through our highs and lows.
HAPPY TEACHER'S DAY MAM!
 Love light& Respect
 Take regards

Birth day celebration of Rabindranath Tagore

Rabindranath Tagore was a great Bengali poet, writer, philosopher, novelist and much more. In short, he was a Bengali polymath, who had knowledge of several subjects. He was born on May 7, 1861, and this day is celebrated as Rabindranath Tagore Jayanti. Our department's students arrange a programme on this occasion in the presence of our faculty members, current and ex batch students.







Farewell Programme

Students are our strength, our pride. Though a farewell is organized to bid good-bye and good luck to our students who are leaving but it helps in conveying a message they will be missed by those they are leaving behind.



A farewell programme was arranged on the occasion of Rabindra Jayanti. We were mesmerized by celebrating both the programmes with our present and past batch students.



Tree



46/1, Raja Rammohan Roy Sarani, Amherst St, opposite Padma Restaurant, College Street, Kolkata, West Bengal 700009, India, Kolkata WEST BENGAL, INDIA 11-05-2023 Captured by GPS Camera



46/1, Raja Rammohan Roy Sarani, Amherst St, opposite Padma Restaurant, College Street, Kolkata, West Bengal 700009, India, Kolkata WEST BENGAL, INDIA 11-05-2023 Captured by GPS Camera

To an indelible college life!!!

Having come to this final day of college life, you all are not only enriched with valuable lectures from our honorable professors but also with ineffaceable memories to cherish forever and ever. Little did we know the day we stepped into the college that we'll have such amazingly cool seniors to pamper, guide, support, and inspire.

Your footprints would undoubtedly enable us to enhance our skills and embrace and inculcate all good. You all are indeed endowed with unique qualities bestowed upon by the almighty. May you all continue to bag more success in all your future endeavors and elevate greater and greater heights with enthusiasm. May, your love for, whatever you opt for blossom more and more, accomplish all your dreams and find all you longed for engirdled.

Everything in life has an end so does your college life. But there is new dawn awaiting, dawn to start afresh. We tell you where you are with utmost pride, and you'll be a part of CC. And We will never forget your contributions. No wonder we all are more than sad to bid adieu but still.....

**With Love & Light
Warm Regards!
Batch 2020-23**



**Krisnendu Ghosh
City College
Economics Department
Batch 2019-22**

Answer of Riddle:

1. **Export**
2. **Currency**
3. **Monopoly**
4. **Market**
5. **Production Possibilities Curve**



BRAIN-O-METER

I NOT A SHIP, YET I SAIL ACROSS THE BORDER, ADDING TO BALANCE SHEETS IN A CERTAIN ORDER. WHAT AM I?
I?

I HIDE IN YOUR WALLET, HUSHED AND STILL, MOVE AROUND THE GLOBE AT YOUR BILL. WHAT AM I?



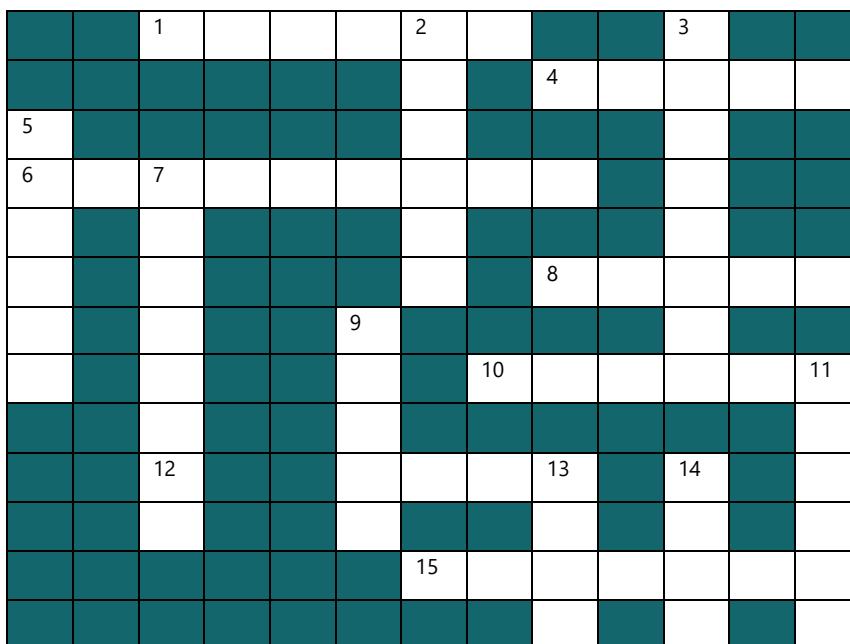
I PLAY ALONE ON THE BOARD OF GOODS, WITH NO COMPETITORS IN MY NEIGHBOURHOODS. WHAT AM I?

I NOT A SHIP, YET I SAIL ACROSS THE BORDER, ADDING TO BALANCE SHEETS IN A CERTAIN ORDER. WHAT AM I?
I?



I CAN SHOW VARIOUS POSSIBLE COMBINATIONS OF 2 GOODS THAT CAN BE PRODUCED WITHIN A SPECIFIED TIME WITH ALL ITS RESOURCES FULLY AND EFFICIENTLY EMPLOYED. WHAT AM I?

CROSS WORD

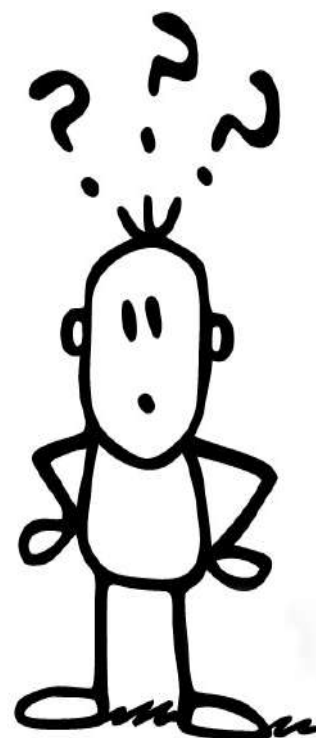


Across

- 1. A financial plan for a particular period of time. (6)
- 4. The buying and selling of goods and services. (5)
- 6. A fall in GDP in two successive quarters. (9)
- 8. A Scottish economist who is often known as "The Father of Economics". (5)
- 10. A well-known British economist. John Maynard _____. (6)
- 12. In a _____ economy, production, investment, prices and incomes are determined by a central government. (7)
- 15. An official ban on trade with a particular country. (7)

Down

- 2. The value of the shares issued by a company. (6)
- 3. A penalty for disobeying international law. (8)
- 5. An increase in economic activity. (6)
- 7. A system of money such as the pound, the dollar or the euro. (8)
- 9. An extended period of unusually low economic activity. (5)
- 11. An area of a nation's economy. (6)
- 13. A sum of money which is owed. (4)
- 14. Das Kapital' was written by this German thinker. (4)





It is our sincere appeal to all readers to read, enjoy and convey their valuable suggestions to the Editorial Board so that any mistake committed in this magazine is minimized & board is able to improve the quality of the magazine in future.

Department of Economics
<mailto:ccdepteeconomics@gmail.com>

To Register as Alumni please join Our
WhatsApp Group through the link:
<https://chat.whatsapp.com/GDXb8tipY-xDBtJwR4tdB5Q>